প্রথম আলো

তারিখ 11.5.JUL.2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

উপাচার্য ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়

আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারছিল না বলেই নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর বিদেশযাত্রা ঠেকানো গেলেও বর্তমানে চালু ৮৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতটি শিক্ষার ন্যূনতম মান ধরে রাখতে পারছে, তা নিয়ে সংশয় আছে। বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলছে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও অবকাঠামোগত সুবিধা ছাড়াই।

পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার কথা বলেও অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বছরের পর বছর ভাড়াবাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ব্যাপারে মঞ্জুরি কমিশনও (ইউজিসি) কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারছে না আইনি দুর্বলতার কারণে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উচ্চ আদালতে মামলা ঠুকে দিয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখছেন।

গত বুধবার *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত প্রধান প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৮৯টিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে, যার মধ্যে ৪৩টিতে উপাচার্য ও ৫৩টিতে কোষাধ্যক্ষ নেই। সহ-উপাচার্য নেই ৭৫টিতে। একজন উপাচার্য ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার কথাও চিন্তা করা যায় না, অথচ সেটিই চলছে। আবার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাধিকারী বড়াই করে বলেছেন, তাঁদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এ ধরনের মানসিকতা যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের কাছে উচ্চশিক্ষা নিরাপদ নয়।

যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ ইচ্ছা করেই উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করছে না, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। আর যদি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কিংবা রাজনৈতিক কারণে এমনটি হয়ে থাকে, সেটি দূর করতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে রাষ্ট্রপতি এসব পদে নিয়োগ দিলেও তিনি কাজটি করেন নির্বাহী বিভাগের পরামর্শে। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারের আস্থাভাজন নন, এমন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করলে সেটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে গড়িমসি করে। শিক্ষাকে রাজনীতির হাতিয়ার করা বাঞ্ছনীয় নয়।

উপাচার্য কিংবা কোষাধ্যক্ষ ছাড়া কোনো বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। কেননা, এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন জড়িত। অভিভাবকেরা সেখানে শিক্ষার্থীদের পাঠান উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে, প্রতারিত হতে নয়। এ ব্যাপারে ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে কঠোর পদক্ষেপ প্রত্যাশিত। তবে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য না পায়, সে বিষয়েও তাদের সতর্ক থাকতে হবে।